গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯

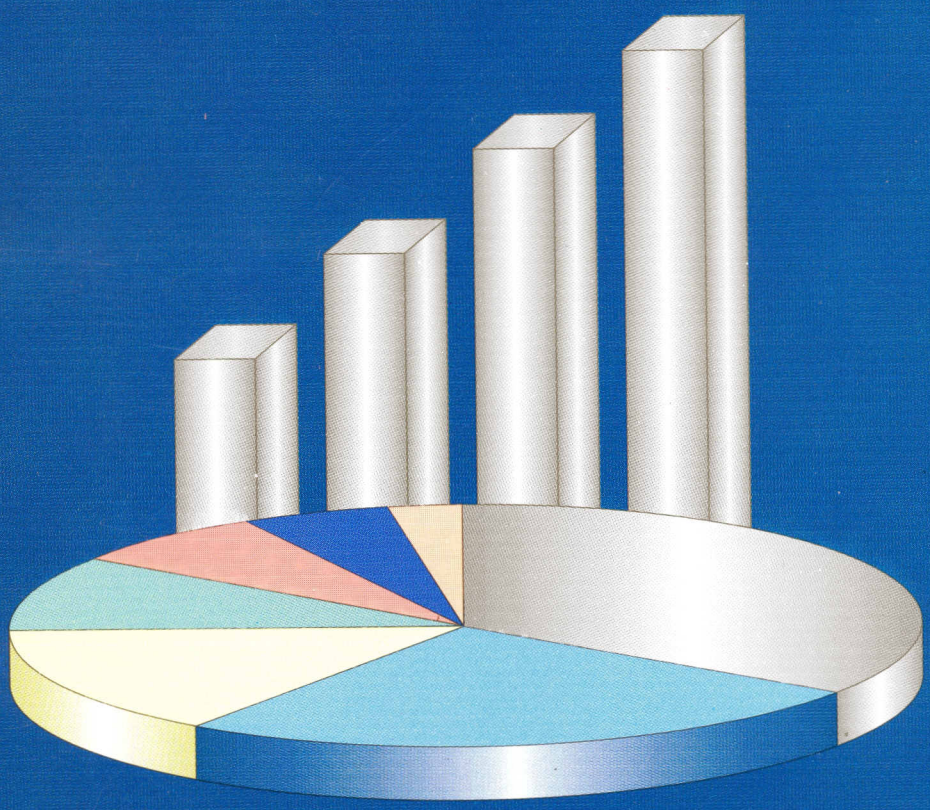

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

http://www.mof.gov.bd

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক প্রকাশনা। প্রতি বছর বাজেট দলিলসমূহের সাথে সমীক্ষাটি প্রকাশিত হয়। সমীক্ষায় সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করা হয়।

২। বর্তমান সরকার এক বিশাল নির্বাচনী ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও, সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান নির্দেশকসমূহের ইতিবাচক ধারা বজায় রয়েছে। তবে, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ফলশ্রুতিতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেতে পারে। চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে ২০০৯ সালে সার্বিকভাবে মোট বিশ্ব উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি এবং উন্নত দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি যেখানে ঋণাত্মক হবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতির এ প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচায়ক। চলতি অর্থবছরে শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিতে মন্থরতা দেখা দিলেও আশা করা হচ্ছে কৃষি খাতের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি সে ক্ষতি বহুলাংশে পুষিয়ে নেবে। অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলায় সরকার ইতোমধ্যে একটি টাসকফোর্স গঠন করেছে। উক্ত টাসকফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক একটি 'প্রণোদনা প্যাকেজ' ঘোষণাসহ তা বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। এ প্যাকেজের মাধ্যমে সরকার চলতি অর্থবছরে রপ্তানি, কৃষি ও বিদ্যুৎ খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান করেছে। অধিকন্তু, কৃষিখাতের উন্নয়নে কৃষিঋণ বাবদ বরাদ্দও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ক্ষেত্রেও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যদিকে, সন্তোষজনক রেমিট্যান্স প্রবাহ, পুঁজিবাজারে গতিশীলতা, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সন্তোষজনক পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি সহনীয় মাত্রার বাজেট ঘাটতি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য যেসব নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে সরকারী প্রণোদনার সুযোগ নিয়ে সেসকল সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব হলে উন্নয়নে গতি সঞ্চারিত হবে বলে আশা করা যায়। তবে মন্দার গভীরতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মন্দা ২০১০ সালের শেষার্ধ পর্যন্ত প্রলম্বিত হওয়ার পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছর বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য হবে এক বড় চ্যালেঞ্জ।

৩। বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক খাত উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য, শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। তাছাড়াও সাক্ষরতার হার, গড় আয়ু ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি পাবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটবে, ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে এদেশের অবস্থান উন্নত হবে। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৪। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯-এ চলতি অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক খাত ও সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি এবং সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদানে সহায়ক হবে। সমীক্ষায় উপস্থাপিত তথ্য ও উপাত্ত উৎসাহী পাঠক, নীতি নির্ধারক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী এবং আগ্রহী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন পূরণ করলে আমাদের শ্রম ও প্রয়াস সার্থক হবে। আমাদের পরিসংখ্যান সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বিচার খুবই দুর্বল অবস্থানে বিরাজ করছে এবং এই ব্যবস্থার সংস্কার আমাদের লক্ষ্য।

৫। সমীক্ষা প্রণয়নে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছে আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ সমীক্ষাটি প্রণয়নে যে নিরলস পরিশ্রম করেছেন সেজন্য তাঁদেরকেও জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়